পররাষ্ট্র মন্ত্রী
FOREIGN MINISTER

بسم الله الرحمن الرحيم

GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
DHAKA

বাণী

২৬ মার্চ ২০২২

আজ ২৬শে মার্চ- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এই ঐতিহাসিক দিনে আমি দেশ-বিদেশে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশি নাগরিকদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে- যিনি ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম। আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও দুই লক্ষ মা-বোনকে– যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীন বাংলাদেশ।

আমি প্রবাসী বাংলাদেশি এবং আমাদের কূটনীতিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই যারা মুক্তিযুদ্ধকালে ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যেসকল বিদেশি বন্ধু অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতিও রইলো আমার কৃতজ্ঞতা।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তির জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হতে শিখেয়েছিলেন। কঠোর মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনে তিনিই আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'। সমৃদ্ধি অর্জনের পথে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এখন ৬.৯৪ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২,৫৯১ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের এই উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমি সকল প্রবাসী বাংলাদেশিকে অভিনন্দন জানাই। একইসাথে সারাবিশ্বে বাংলাদেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সবাই একসাথে কাজ করে যাবো- মহান স্বাধীনতা দিবসে এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি